কালের কণ্ঠ

তারিখ ...30 JAN 2015...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...2...

এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে সংশয় কাটছে না

মোট পরীক্ষার্থী ১৪ লাখ ৭৯ হাজার

শুরুর আগেই ঝরে গেছে দুই লাখ

আজিজুল পারভেজ ▷

বিএনপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোটের টানা অবরোধের মধ্যেই আগামী সোমবার এসএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। দেশজুড়ে এমন অশান্ত পরিস্থিতিতে পরীক্ষা আয়োজন নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

শিক্ষামন্ত্রীও কর্মসূচি প্রত্যাহারের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে অবরোধের মধ্যেই পরীক্ষা গ্রহণের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এর পরও সংশয় কাটছে না। চলমান অবরোধের সঙ্গে হরতালের ডাক দেওয়া হলে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যেতে পারে—সংশ্লিষ্ট সূত্রে এমন ধারণা পাওয়া গেছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, গত বছরের তুলনায় এবার এই পরীক্ষায় ৪৬ হাজার ৫৩৯ শিক্ষার্থী বেড়েছে। এবার সারা দেশের তিন হাজার ১১৬টি কেন্দ্রে ২৭ হাজার ৮০৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেবে। গত বছর থেকে এবার ৩১৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ১৭৪টি কেন্দ্র বেড়েছে। বিদেশে পরীক্ষা নেওয়া হবে আটটি কেন্দ্রে। এবার আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীন এসএসসিতে ১১ লাখ ১২ হাজার ৫৯১ জন, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীন দাখিলে দুই লাখ ৫৬ হাজার ৩৮০ জন ও এসএসসি ভোকেশনালে (কারিগরি) এক লাখ ১০ হাজার ২৯৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে। এ বছর বাংলা দ্বিতীয় পত্র, ইংরেজি প্রথম ও ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে সংশয় কাটছে না

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাড়া সব বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়া হবে। গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নে প্রথমবারের মতো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। নতুন যুক্ত হওয়া শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা পরীক্ষাও সৃজনশীল প্রশ্নে অনুষ্ঠিত হবে।

আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীন ১০ মার্চ পর্যন্ত এসএসসির তত্ত্বীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম দিন হবে বাংলা প্রথমপত্রের পরীক্ষা। সময়সূচি অনুযায়ী মাদ্রাসা বোর্ডের অধীন দাখিলে তত্ত্বীয় শেষ হবে ১১ মার্চ। প্রথম পরীক্ষা কুরআন মজিদ ও তাজবিদ। ১৫ থেকে ১৯ মার্চের মধ্যে সব ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ করার কথা বলা হয়েছে। বরাবরের মতোই সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা এবং দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়া হবে।

পরীক্ষা নিয়ে সংশয় : শিক্ষা-সংশ্লিষ্টদের মতে, শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডার অনুসারে এখন কোনো পরীক্ষাই খুব বেশি পেছানোর সুযোগ নেই। সূচি অনুসারে আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়ে ১৯ মার্চের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা। বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, হরতাল কিংবা রাজনৈতিক অন্য কোনো কর্মসূচির কারণে কোনো পরীক্ষা পেছানো হলে তা পরবর্তী ছুটির দিনগুলোতে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অবরোধের মতো লাগাতার কিংবা অনির্দিষ্টকালের কোনো কর্মসূচিতে পরীক্ষা স্থগিত কিংবা বিকল্প কোনো চিন্তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় নেই। সংশ্লিষ্টদের মতে, সেই সুযোগও নেই। কারণ একটি পরীক্ষার সঙ্গে অন্যান্য পরীক্ষা, ফল প্রকাশ ও ভর্তির বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত। এ ছাড়া আগামী ১ এপ্রিল থেকে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। এই অবস্থায় এসএসসি পরীক্ষা পেছানোর সুযোগ খুব বেশি নেই। কিন্তু এর মধ্যে হরতাল কিংবা অন্য কোনো সহিংস কর্মসূচি দেওয়া হলে সে ক্ষেত্রে পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবে কি না তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

অবরোধের সঙ্গে হরতালের কর্মসূচি থাকলে পরীক্ষা পেছানো হবে কি না—এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে যথাসময়ে জানানো হবে। একই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন, ১৫ লাখ শিক্ষার্থীর নির্বিঘ্নে পরীক্ষা গ্রহণের স্বার্থে অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হবে। আমাদের আবেদনে তারা নিশ্চয়ই সাড়া দেবে। বিএনপি ও শরিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আল্লাহর দোহাই, মানবতার দোহাই, শিক্ষার্থীদের দোহাই দিচ্ছি। আর কিভাবে আবেদন জানাব? তারা যা করছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আরো তিন দিন সময় আছে। আশা করছি এর মধ্যে তাদের মধ্যে মানবতা জাগ্রত হবে। প্রার্থনা করছি—আল্লাহ তাদের রহম দাও।'

ঝরে পড়ল দুই লাখ শিক্ষার্থী : এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ১৫ লাখ ৪৬ হাজর ৫৪০ জন শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করেছে ১৩ লাখ ৫৯ হাজার ১৬২ শিক্ষার্থী। এর মানে এক লাখ ৮৭ হাজার ৩৭৮ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার আগেই ঝরে পড়ল।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, এত শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করাটা কাম্য নয়। এর কারণ অনুসন্ধান করা হবে। এবার গণিত বিষয়ের পরীক্ষা সৃজনশীল পদ্ধতিতে হবে। এ নিয়ে ভীতি এর একটি কারণ হতে পারে।